দৈনিক ইনকিলাব

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 29 DEC 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

UC-105

শিক্ষাঙ্গন

ত্রিশালে শিক্ষা ব্যবস্থা

ময়মনসিংহ জেলার একটি উপজেলার নাম ত্রিশাল। এ উপজেলার শিক্ষার হার ২২·৩২%। উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে একটি মহাবিদ্যালয়, ১৯টি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ৬টি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ৬টি জুনিয়র বালক বিদ্যালয়, ৫টি জুনিয়র বালিকা বিদ্যালয়, ১০টি সিনিয়র মাদ্রাসা, ৩টি জুনিয়র মাদ্রাসা, ৮৮টি ফোরকানিয়া (এবতেদায়ী) মাদ্রাসা ও বেশ কয়েকটি এতিমখানা এবং কয়েকটি খারেজী মাদ্রাসা।

উপজেলার একমাত্র কলেজ বর্তমানে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে।

তাতে বিজ্ঞান, মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগ চালু আছে। স্নাতক পর্যায়ে বিএ ও বিকম পড়ার সুযোগ আছে। কিন্তু বিজ্ঞানাগারে সীমাবদ্ধতা, আর্থিক সংকট, কক্ষের সংকট ও অধ্যাপকের অভাবে বিএসসি ক্লাস চালু করা সম্ভব হয়নি। ত্রিশালে কোন মহিলা কলেজ নেই। সেজন্য মহিলা শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যাহত হচ্ছে। কাজেই মহিলা কলেজের খুবই প্রয়োজন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো নানা সমস্যায় জর্জরিত থাকায় বিদ্যালয় ও এলাকাবাসী দিন দিন এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। উপজেলার বেশ কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দরজা, জানালা, বেড়া ও বারান্দা শূন্য। এছাড়াও চেয়ার, টেবিল, ব্লাক বোর্ড, বেঞ্চসহ শিক্ষা সামগ্রীর অভাব রয়েছে। অধিকাংশ বিদ্যালয়ে খাবার পানি, প্রস্রাবখানা, পায়খানার ব্যবস্থা নেই। উপজেলার অধিকাংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আর্থিক সমস্যায় জর্জরিত। ত্রিশাল উপজেলায় সবচেয়ে অবহেলিত ও জরাজীর্ণ অবস্থায় রয়েছে মাদ্রাসা শিক্ষা। ত্রিশাল উপজেলায় কোন কামিল মাদ্রাসা নেই; যার ফলে এলাকার কামিল শিক্ষার্থীদের দূর-দূরান্তে যেতে হয়। ফলে অনেকেই আর্থিক সংকটের জন্য ফাজিল পর্যন্ত পড়ে শিক্ষা জীবনের সমাপ্তি টানে। কাজেই ত্রিশাল উপজেলায় একটি কামিল মাদ্রাসা স্থাপন করা খুবই প্রয়োজন। ত্রিশাল উপজেলায় মাদ্রাসাগুলোর কোনটিতেই এখন পর্যন্ত বিজ্ঞান বিভাগ চালু করা হয়নি।

ফলে অনেক বিজ্ঞান শিক্ষার্থী বিপাকে পড়েছে। অনেকে আবার বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য কাতলাসেন ও ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসাতে যায়। কাজেই উপজেলার কয়েকটি মাদ্রাসাতে আলিম বিজ্ঞান ও ফাজিল বিজ্ঞান ক্লাস চালু করা দরকার।

ত্রিশাল উপজেলায় এসএসসি ও এইচএসসি ক্লাসের পরীক্ষা কেন্দ্র থাকলেও মাদ্রাসা দাখিল আলিম, ফাজিল ক্লাসের কোন পরীক্ষা কেন্দ্র নেই। ত্রিশালে ৫ম শ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষা কেন্দ্র আছে, ৮ম শ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষা কেন্দ্র নেই।

উল্লেখিত সমস্যাগুলোর আশু সমাধান হলে ত্রিশালে শিক্ষার উন্নয়ন লাভ হবে বলে আশা করা যায়।

—ইকবাল হোসেন শাহী